ইনকিলাব

তারিখ 26 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ইনকিলাবের সঙ্গে আলাপকালে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্যগণ

প্রাথমিক স্তরে এক ধারার একটি সমন্বিত শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে চায় সরকার

শাহজাহান শুভ : জাতীয় স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে দেশের প্রাথমিক স্তরে বিরাজমান এগার ধারার শিক্ষা পদ্ধতিকে এক ধারায় এনে একটি সমন্বিত শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে চায় সরকার। তবে এক্ষেত্রে মাদ্রাসা, কারিগরি ও ইংরেজী মাধ্যমসহ সব ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ঠিক রাখা হবে। অভিন্ন জাতীয় স্রোতধারা তৈরীর লক্ষ্যে শুধুমাত্র মৌলিক বিষয়গুলোতে অভিন্ন পাঠ্যক্রম চালু করা হবে। এক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব সবার সঙ্গে আলোচনা করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। নবগঠিত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি সদস্যরা গতকাল (মঙ্গলবার) ইনকিলাবের সাথে আলাপকালে এসব কথা জানান। স্বাধীনতার পর থেকে দেশে সাতটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা কমিশনসহ শিক্ষা সংস্কারে অনেক কমিটি কাজ করেছে। কাজ শেষে সুপারিশমালাও পেশ করেছে কমিটিগুলো। কিন্তু আজ পর্যন্ত দেশে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। পূর্বের শিক্ষানীতিগুলোকে সামনে রেখে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ৮ এপ্রিল একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করে সরকার। জাতীয় অধ্যাপক কবীর পৃঃ ১৫ কঃ ৬

মাদ্রাসা কারিগরি ও ইংরেজী মাধ্যম সব ধারার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা হবে

প্রাথমিক স্তরে এক ধারার একটি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চৌধুরীকে প্রধান করে ১৮ সদস্যের এই কমিটিকে ৯০ দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। গত রোববার কমিটির প্রথম সভায় কমিটি প্রথম সভায় প্রাথমিকভাবে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীর জন্য অভিন্ন পাঠ্যক্রম চালুর ব্যাপারে আলোচনা হয়। সভা শেষে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সভাপতি অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ও শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সাংবাদিকদের জানান, আমরা চাই অন্তত পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত একমুখী শিক্ষা চালু হোক এবং কারিকুলাম একই হোক। সারাদেশে বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে এগার ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। এতে করে নানা ধরনের বিভাজন তৈরী হচ্ছে। এই এগার ধারা থেকে কেটেছেঁটে বাদ দিয়ে কিভাবে এক ধারায় আনা যায়, সেটাই আমাদের ভাবতে হবে। একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর বিভিন্ন মহলে এক ধরনের গুঞ্জন সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে মাদ্রাসা, কারিগরি ও ইংরেজী মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির বক্তব্যে এক ধরনের শঙ্কার সৃষ্টি হয়।

গতকাল ইনকিলাবের সঙ্গে আলাপকালে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কর্মপরিধি সম্পর্কে সদস্যদের বক্তব্যে শঙ্কা ও গুঞ্জনের জবাব এসেছে। শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জামান বলেন, আমরা মাত্র কাজ শুরু করেছি। প্রথম সভায় বিচ্ছিন্নভাবে অনেক বিষয় আলোচনা হয়েছে। তবে একটি বিষয়ে সবাই প্রাথমিকভাবে একমত পোষণ করেছেন। সেটি হল অন্তত প্রাথমিক স্তরে অভিন্ন পাঠ্যক্রম চালু করা দরকার। দেশে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রেখে শুধুমাত্র মৌলিক বিষয়গুলোতে অভিন্ন পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হবে। যাতে সবার স্বার্থ ও উদ্দেশ্য রক্ষা হয়। ড. খলীকুজ্জামান বলেন, 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০০' কে ভিত্তি ধরে আমাদের কাজ করতে হবে। ওই শিক্ষানীতির সঙ্গে আরো কি কি বিষয় সংযোজন-বিয়োজন করা যায়, আমরা সেটি পর্যালোচনা করব। একই সঙ্গে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে প্রযুক্তিকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি প্রাধান্য দেয়া হবে। তিনি বলেন, অনেক শিক্ষা কমিশন হয়েছে। সবাই প্রতিবেদনও দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবায়ন হয়নি। কমিটির অপর সদস্য ও কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রিন্সিপাল কাজী ফারুক আহমদ বলেন, অভিন্ন মানে এক ধরনের পাঠ্যক্রম সব ধারায় চালু করা হবে বিষয়টি এমন নয়। মূলত বাংলা, ইংরেজী, গণিত, ইতিহাসের মতো মৌলিক বিষয়গুলোতে অভিন্ন পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা হবে। এক্ষেত্রে সব ধারার স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা হবে। অভিন্ন পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে কারো স্বার্থে আঘাত করা হবে না। ড. আহমদ বলেন, 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০০' কে ভিত্তি করে নতুন শিক্ষানীতির কাজ শুরু হলেও আগের সবগুলো শিক্ষানীতিকে সামনে রেখেই আমরা কাজ করব। কুদরত-ই-খুদা শিক্ষানীতি থেকে সর্বশেষ শিক্ষানীতি পর্যন্ত সবগুলো পর্যালোচনা করে সবার ভালোটুকু আমরা গ্রহণ করব। এক্ষেত্রে কোন সরকারের সময়ে এটি প্রণীত হয়েছে তা দেখা হবে না। তিনি বলেন, জাতীয় স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষার সমন্বয় করেই এই শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হবে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে যতদূর সম্ভব সবার মতামত গ্রহণ করা হবে। কমিটির সদস্য ও নায়েমের পরিচালক প্রশাসন অধ্যাপক শেখ একরামুল কবির বলেন, আমরা মাত্র একটি সভা করেছি। সভায় সবার বক্তব্য থেকেই অভিন্ন পাঠ্যক্রমের বিষয়টি এসেছে। আগামী ১০ মে কমিটির পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হবে। ওই সভায় পূর্বের সব শিক্ষানীতির উপর আলোচনা হবে। সভায় সদস্যরা এই বিষয়ের উপর পর্যালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে আসবেন।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি

গত ৮ এপ্রিল শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ঘোষণা করেন। প্রথম বৈঠকের পর ৯০ দিনের মধ্যে কমিটিকে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০০'কে অধিকতর সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানের জন্য জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে প্রধান করে ১৮ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটি গঠন করে সরকার। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ (কো-চেয়ারম্যান), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. সাদেকা হালিম, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান প্রফেসর মুহ. জাফর ইকবাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রফেসর ড. ফখরুল আলম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রফেসর সিদ্দিকুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের প্রফেসর ড. জারিনা রহমান খান, কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক প্রফেসর নিতাই চন্দ্র সূত্রধর, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রিন্সিপাল কাজী ফারুক আহমদ, অতিরিক্ত সচিব (অবসরপ্রাপ্ত) মোঃ সিরাজ উদ্দিন আহমদ, অতিরিক্ত সচিব (অবসরপ্রাপ্ত) মোঃ আবু হাফিজ, সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রিন্সিপাল মাওলানা প্রফেসর এবিএম সিদ্দিকুর রহমান, ব্যারিস্টার নিহাদ কবির, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রিন্সিপাল এম এ আউয়াল সিদ্দিকী এবং নায়েমের পরিচালক প্রশাসন প্রফেসর শেখ একরামুল কবির, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. আর আই এম আমিনুর রশীদ ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রফেসর ড. শাহীন কবীর।